অধ্যায় ৩

গৃহস্থালির আসবাবপত্র

(Understand the Household Furniture)

৩.১ বিভিন্ন প্রকার আসবাবপত্রের আলোচনাকরণ (Define different types of furniture) ঃ

স্থপতি যখন কোন পরিকল্পনা ছাড়া নকশা তৈরি করেন তাকে Informal design বা অনানুষ্ঠানিক নকশা বলে। যে কোন নকশায় প্রাথমিক নকশাকে অনানুষ্ঠানিক নকশা বলা যায়।

প্রাথমিক নকশার পর কার্যকরী নকশা এবং কাঠামোর বাস্তব রূপ লাভের জন্য যে সমস্ত নকশা করা হয় তার সবই Formal design বা আনুষ্ঠানিক নকশা।

নকশার কার্যকারিতার জন্য Informal বা Formal নকশা উভয়ই বিদ্যমান। আনুষ্ঠানিক নকশায় প্রাথমিক ধারণা থেকে কার্যকরী নকশা, স্থাপত্য নকশা, সমস্ত নকশা বিদ্যমান থাকে। যে কোনো স্থাপত্য বা ডিজাইন সৌন্দর্যের জন্য প্রয়োজন নন্দনতত্ত্ব। ডিজাইন নীতি অবলম্বন করে কাঠামোর নান্দনিক (Aesthetic design) করা যায়। নিম্নে বিভিন্ন প্রকার আসবাবের আলোচনা করা হল ঃ

(i) কাঠের আসবাবপত্র

(ii) বেতের আসবাবপত্র

(iii) প্লাস্টিকের আসবাবপত্র

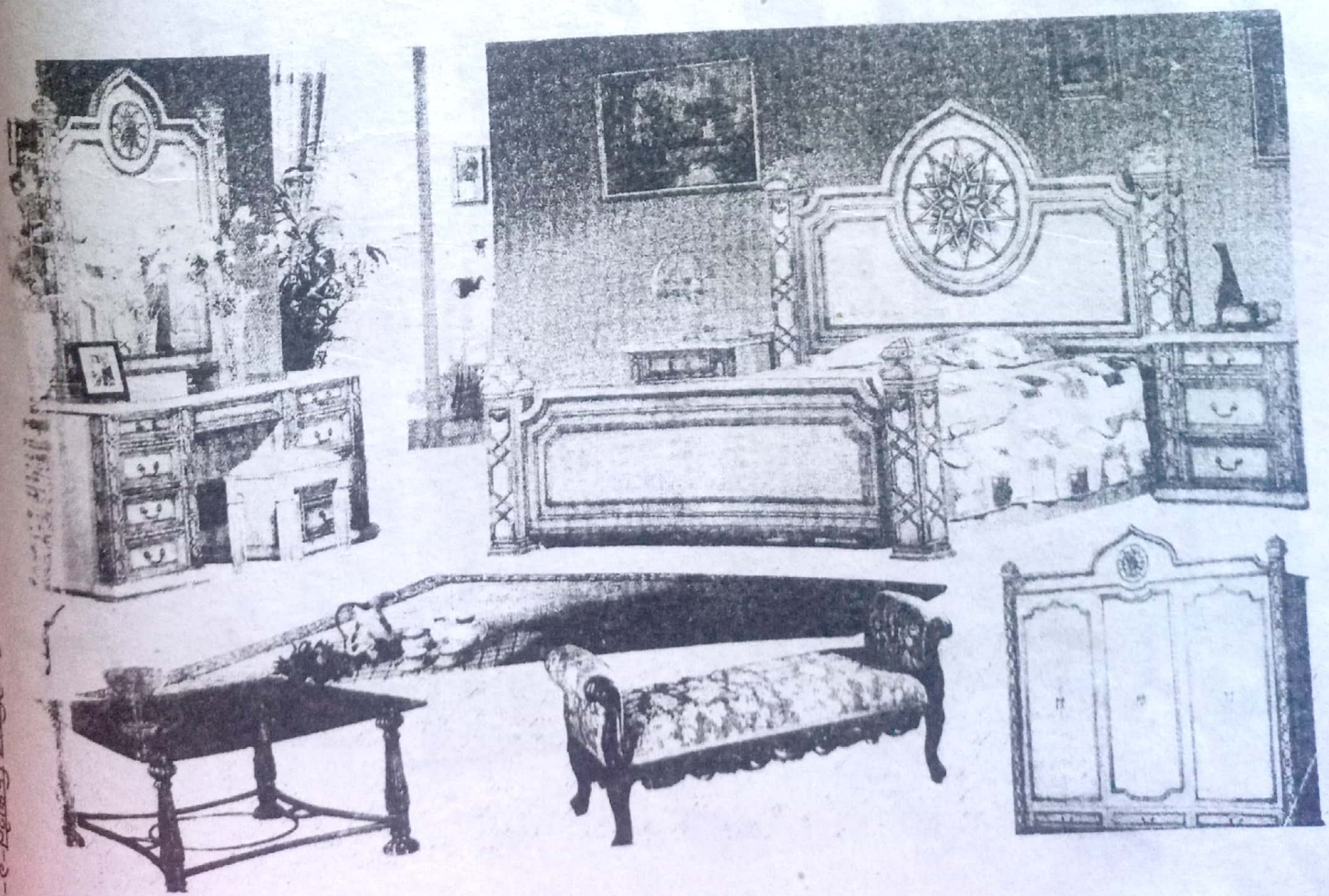

চিত্র ঃ ৩.১ কাঠের আসবাবপত্র

কাঠের আসবাবপত্র ঃ মজবুত আঁশ দ্বারা গঠিত গাছের বৃহৎ কাণ্ড থেকে আহরিত কাঠ থেকেই কাঠের আসবাবপত্র তৈরি উদ্ভিদবিদ্যার ভাষায় এই আঁশের নাম Xylem (জাইলেম)। কাঠের তৈরি সবচেয়ে বেশি প্রচলিত আসবাবপত্র হচ্ছে চেয়ার, টে খাট, ওয়ারড্রব, জিনিসপত্র রাখার তাক, দেরাজওয়ালা আলমারি, ড্রেসিং টেবিল এবং সোফাসেট। উন্নতমানের আসবাবপত্র তৈ জন্য যে-সব কাঠ ব্যবহৃত হয় তার মধ্যে মেহগনি, সেগুন, গর্জন, চাপালিশ, চিকরাশি, শিলকড়ই, গামারি, বাদাম এবং চেরি র্ভুক্ত। প্রায় সব ধরনের আসবাবপত্র তৈরিতে সেগুন এবং চাপালিশকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়। চিকরাশি, শিলকড়ই, টিকচম্বল খুবই সোজা এবং শক্ত বলে এগুলোতে পেরেক লাগানো সুবিধাজনক। তাই এসব কাঠ আসবাবপত্রের কাঠামো তৈরি সজ্জিতকরণের কাজে বেশি ব্যবহৃত হয়। অনেক সময় উন্নতমানের আসবাবপত্র বলে চালিয়ে দেয়ার জন্য পাতিকড়ই (Rain tr আম এবং অন্যান্য ফলজ গাছের নিম্নমানের কাঠ দিয়ে আসবাবপত্র তৈরি করা হয়।

আসবাবপত্র তৈরির সঙ্গে কাঠ শুকানোর প্রক্রিয়া ছাড়াও প্লাইউড, হার্ডবোর্ড, লেমিনেটেড উড ইত্যাদি কারখানার সম্পৃক্ত রয়েছে। আসবাবপত্র তৈরির আগে কাঠ ভালো করে সিজনিং করে নিতে হয়। কাঠকে আবহাওয়া-সহনীয় (সিজনিং) করার দে পদ্ধতি হচ্ছে কাঠ ২০ থেকে ৩০ দিন পানিতে ভিজিয়ে রেখে তারপর ভালো করে রোদে শুকানো। আজকাল অনেক সংস্থাই শক্ত ক এবং প্লাইউড-এ উচ্চমাত্রায় বিদ্যুতের তাপ প্রয়োগ করে অধিকতর কার্যকর পন্থায় এ কাজটি সমাধান করে। টেবিল ও চেয়ারের প তৈরিতে লেমিনেটেড বা বিন্যস্ত কাঠ ব্যবহৃত হচ্ছে। কম দামি আসবাবপত্র তৈরি, সিন্দুকের পেছনের দিকের আচ্ছাদন এবং দের তৈরিতে হার্ডবোর্ড বা ফাইবার বোর্ড ব্যবহার করা হয়।

বিভিন্ন ধরনের ক্রেতাদের সন্তুষ্টির জন্য শহর এলাকার আসবাবপত্র তৈরির কারখানাগুলোতে দক্ষ ও বিশেষজ্ঞ কাঠমিস্ত্রিগণ কা নকশা তৈরি করে। অনেক সময় দেখা যায়, অভিজ্ঞ মিস্ত্রিগণ কোনোরকম পূর্বপরিকল্পনা ছাড়াই কাঠ দিয়ে কাজ শুরু করে এ কাজের মধ্য দিয়ে বস্তুর একটা সুন্দর রূপদানে সক্ষম হয়। বাংলাদেশের প্রায় সকল শহরেই কাঠের আসবাবপত্র তৈরির বিশে বিশেষ এলাকা রয়েছে। ঢাকা শহরে এ ধরনের এলাকাগুলো হচ্ছে– গুলশান, মিরপুর, শাহজাহানপুর এবং স্টেডিয়াম মার্কেট।

চট্টগ্রাম, কাপ্তাই, রাঙ্গামাটি, খুলনা এবং সিলেট জেলার বনাঞ্চল থেকেই প্রধানত বিভিন্ন মান ও আকার-আকৃতির কাঠ আসে বার্মার সেগুন এবং অন্যান্য গর্জন ও চিকরাশি কাঠ আসে মায়ানমার, ভারত, সিঙ্গাপুর, থ্যাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, হংকং এবং জাপা থেকে। বাংলাদেশ বছরে সাতশ থেকে এক হাজার কোটি টাকা মূল্যের তৈরি আসবাবপত্র মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড এব মায়ানমারসহ অন্যান্য কয়েকটি দেশ থেকে আমদানি করে। এসব আসবাবপত্রের মধ্যে রয়েছে খাট, ড্রেসিং টেবিল, চেয়ার এবং রান্নাঘরে ব্যবহৃত আলমারি বা কিচেন ক্যাবিনেট। বাংলাদেশ থেকে অস্ট্রেলিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডায় কিছু কিছু কাঠের আসবাবপত্র রপ্তানিও হয়। এসবের মধ্যে রয়েছে ডাইনিং টেবিল, বই রাখার আলমারি, দেরাজওয়ালা আলমারি, টেলিভিশন রাখার টেবিল, ছোট সাইডবোর্ড ইত্যাদি। আসবাবপত্র রপ্তানির মাধ্যমে বাংলাদেশ বছরে প্রায় ২ কোটি মার্কিন ডলার আয় করে।